গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২৭ জুন ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মাশুল ও সিকিউরিটি চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদে

বিদ্যুৎ বিল বয়কট করলেন গ্রাহকরা

রাজ্যের ঘরে ঘরে ঘন অন্ধকার নামিয়ে আনার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। বিদ্যুতের দাম অস্বাভাবিক-ভাবে বাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ হরণ করার প্রতিবাদে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ব্যারিকেড গড়ে তুললেন ক্যাশ কাউন্টারের সামনে। ২০ জুন শুরু হয়েছিল বিদ্যুৎ বিল বয়কট আন্দোলন। বিদ্যুতের বর্ধিত দাম না কমালে বিদ্যুৎ বিল বয়কট চলবে, আর লাইন কাটতে এলে পাড়ায় পাড়ায় গ্রাহকেরা একজোট হয়ে প্রতিরোধ করবে — এই হল বয়কট আন্দোলনের মূল কথা। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ২০ জুন সি ই এস সি'র ৩৬টি কাউন্টারে এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ৩৯২টি কাউন্টারে বিল বয়কটে সামিল হন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তাঁরা বিল জমা না দেবার আবেদন জানান সাধারণ গ্রাহকদের কাছে। হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বিল বয়কট করেন, কারণ এ আন্দোলন তাঁদেরই স্বার্থে।

মধ্য কলকাতায় ম্যাগনেট হাউসের কাউন্টারের সামনে এক গ্রাহক বলে উঠলেন, 'লাইন কাটার ভয়ে যদি বয়কট না করি, দুদিন পরে তো নিজের হাতে লাইন কাটতে হবে, কারণ অত টাকা জোগাবো কি করে ?' বয়কট করলে কি কিছু হবে, এক গ্রাহকের সংশয়পূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে আন্দোলনের এক স্বেচ্ছাসেবক জানালেন — এই আন্দোলনের ফলেই সি ই এস সি-র ক্ষেত্রে ২.৫% দাম কমেছে, ফুয়েল সারচার্জ পুরোপুরি বাতিল হয়েছে, এবং অভিন্ন মাশুলনীতি যা গত ফেব্রুয়ারি থেকে চালু করার কথা তা আজও চালু করতে পারেনি। আন্দোলনের ফলেই তা আটকানো গিয়েছে।

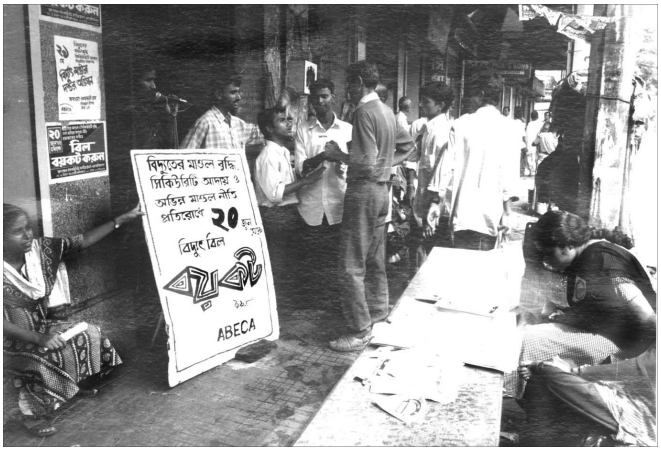

২০ জুন কলকাতার কলেজ স্ট্রীট কাউন্টারে বিল বয়কট (আরও ছবি আটের পাতায়)

এই আন্দোলন গ্রাহকদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। বহু স্থানেই বিল জমা দিতে এসে গ্রাহকরা আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরূপে যুক্ত হয়ে যান, অন্যান্য গ্রাহকদের কাছে বয়কটের আবেদন জানিয়ে মাইকে বক্তব্য রাখেন। আন্দোলনের সাথে সহমত পোষণ করে প্রায় সর্বত্রই বহু মানুষ সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। যাদবপুরে সাধারণ গ্রাহকরা রুখে দাঁড়িয়ে জনাকয়েক সি পি এম কর্মীর বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতার মোকাবিলা করেন। আবার, দলীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও কতিপয় সিটু কর্মী বয়কটে তাঁদের প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়ে চাঁদাও দিয়ে যান, কোন কোন স্থানে 'অ্যাবেকা'র হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা, একাধিক ক্যাশ কাউন্টারে সি ই এস সি-র কর্মীরাও বয়কট আন্দোলনের সমর্থনে মুখ খোলেন, কারণ তাদের পরিবারও এর হাত থেকে রেহাই পাবেনা।

আটের পাতায় দেখুন

এ এক অদ্ভুত শাসন-দানব

এ রাজ্যে মরলে 'দানসাগর' হয়। যেমন এখন হচ্ছে মুর্শিদাবাদে শিশুমৃত্যুর পর। প্রতিশ্রুতি দানের সাগর। স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সবাই অঢেল প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাস দিচ্ছেন। অথচ **বেঁচে থাকতে কেউ খোঁজ নেয়নি এই শিশুরা কী খায়, কেন অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে অজানা জ্বরের সহজ শিকারে পরিণত হয়।** 'উন্নততর বামফ্রন্ট' — এ এক অদ্ভুত অনুভূতিহীন শাসন-দানব, মানুষ না মরলে যার পাথরকঠিন সত্তায় চাঞ্চল্য জাগে না। যখন জাগে, সে চাঞ্চল্যও বড় ক্ষণস্থায়ী।

এস এস কে এম হাসপাতালে উদীয়মান খেলোয়াড় রজনীশ প্যাটেল ভাঙা পায়ের চিকিৎসা করাতে এসে মাসের পর মাস পড়ে রইল, পাঁচ বার অপারেশন হল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ কোন কর্তৃপক্ষ কেউ তখন খোঁজ নেননি, কেন অপারেশনের সময় বড় ডাক্তার ও-টি-তে নেই, কেন সব জুনিয়ারদের হাতে ছেড়ে রাখা হয়েছে? কিন্তু যেদিন রজনীশ প্যাটেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হল, পাড়ার লোক দল বেঁধে বিক্ষোভ দেখাল, সেদিন 'উন্নততর বামফ্রন্ট' নামক কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল। তদন্ত কমিটি হল, কয়েকজন ডাক্তারকে দোষী সাব্যস্ত করে বদলি করা হল। কোনও কারণে রজনীশ প্যাটেল যদি বেঁচে যেত তাহলেও এরাজ্যে চিকিৎসাব্যবস্থার যা হাল তাই থাকত, অবহেলাও থাকত, কিন্তু তদন্ত হত না, শাস্তিও হত না কারো। বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতালে চবিবশ ঘণ্টায় পর পর শিশুমৃত্যুর পর রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ ওঠে। যথারীতি

সাতের পাতায় দেখুন

অন্য পাতায়

- **মাধ্যমিকের ফলাফল**
- **বাজপেয়ি-আদবানি**
- **আমেদাবাদে ছাত্র ধর্মঘট**
- **ত্রিপুরায় আন্দোলন**

মুর্শিদাবাদে ২৪ ঘন্টার বন্‌ধ

২০ জুন এস ইউ সি আই-এর ডাকে ২৪ ঘন্টা মুর্শিদাবাদ জেলা বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। ১২ ঘন্টার বন্‌ধ ডেকে শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস সরে যাওয়া সত্ত্বেও শিশুহারা পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধু এবং ব্যাপক জনগণের আন্তরিক সমর্থন ও অংশগ্রহণেই এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধ সফল হয়েছে। এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করেও সরকার বন্‌ধ ব্যর্থ করতে পারেনি। প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে বন্‌ধ সফল করার জন্য দলের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল জেলাবাসীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই বন্‌ধ আচমকা বা প্রস্তুতিহীন ছিলনা। মুর্শিদাবাদ জেলায় মর্মান্তিক শিশুমৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুরে সুপার এবং এস ডি এম ও-কে ঘেরাও করা হয়েছে। ভগবানগোলার নেতাজী মোড়ে অবরোধ করা হয়েছে। পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে পারেনি। ১৮ জুন জেলাশাসকের দপ্তরে শিশু-কিশোরদের অভিযানের পরদিন ১৯ জুন জেলা জুড়ে শোকদিবস পালনের আহ্বান এস ইউ সি আই রেখেছিল। সরকারি অবহেলা ও বঞ্চনায় যে শিশুরা হারিয়ে গেল

চারের পাতায় দেখুন

২০ জুন মুর্শিদাবাদ বন্‌ধের দিন জনবহুল কে এন রোড জনশূন্য (আরও ছবি ৪ পাতায়)

গুজরাট

আমেদাবাদে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট

'সেল্‌ফ্‌ ফাইন্যান্স কোর্স' অর্থাৎ কলেজের সমস্ত ব্যয়ভার ছাত্রদের নিজেদের বহন করার নীতি চালু করার প্রতিবাদে গত ১৬ জুন সারা ভারত ডি এস ও-র ডাকে আমেদাবাদে পালিত হল সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট।

গত বছর অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্টের ১১ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ প্রাইভেট কলেজের ম্যানেজমেন্টের পক্ষে যে একতরফা রায় দিয়েছেন তার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে গুজরাটের আমেদাবাদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সেল্‌ফ্‌ ফাইন্যান্স কোর্সে'র ঢালাও এবং লাভজনক ব্যবসা শুরু করেছে। সর্বত্র কলেজগুলিতে ফি বাড়ছে ব্যাপক হারে। গ্রীষ্মের ছুটির অবকাশে এবং ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে যখন ব্যস্ত, সেই সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সুচতুরভাবে এই ছাত্রস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপগুলি কার্যকর করেছে। এছাড়া ইউ জি সি ও রাজ্য সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনুদান বিপুল পরিমাণে কমিয়ে দেওয়ার ফলে সরকার অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতেও ব্যাপকহারে ফি বাড়ছে। এমতাবস্থায় এ আই ডি এস ও'র গুজরাট রাজ্য কমিটি এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে মাইক সহযোগে হাজার হাজার লিফলেট বিতরণ করে আমেদাবাদের সর্বত্র প্রচার অভিযান চালানো হয়। এই প্রচার অভিযানে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। প্রচার অভিযানের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে আমেদাবাদ থেকে সুরাট পর্যন্ত ট্রেনে ট্রেনে গণসঙ্গীত, পথনাটিকা, বক্তৃতা, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, পোস্টার-স্টিকার লাগানো ও অর্থসংগ্রহ অভিযান চালানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সাম্প্রতিককালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও উন্মাদনা বাড়িয়ে নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি যেখানে গুজরাটের ক্ষমতা দখল করেছিল, সেই রাজ্যের জনগণ মোদি সরকারের গরিব ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে শিক্ষা, বিশেষত উচ্চশিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন, শিক্ষা আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন। ট্রেনে, বাসে এবং এলাকায় প্রচারের সময় হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে শিক্ষার দাবিসনদে যে স্বাক্ষর দিয়েছেন তার দ্বারাই এটা প্রমাণিত। এই আন্দোলনের প্রস্তুতির এক পর্যায়ে এসে গত ২০-২২ মে আমেদাবাদ শহরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে গণঅবস্থান ও বিক্ষোভের কর্মসূচিতে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। গত ১০ মে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে উপরোক্ত দাবিতে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২৮ মে উপরোক্ত দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী যথারীতি স্মারকলিপি নিতে অস্বীকার করলেও শেষপর্যন্ত ছাত্রবিক্ষোভের চাপে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব স্মারকলিপি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ৪ জুন আমেদাবাদ শহরের সুভাষ ব্রিজ এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ সংঘটিত হয়। এই সমাবেশে বহু সাধারণ, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক সামিল হন।

পরবর্তীকালে শিক্ষা আন্দোলনের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ জুন আমেদাবাদে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয় এ আই ডি এস ও'র আমেদাবাদ শহর শাখা। ছাত্র ধর্মঘটের প্রতি ব্যাপক সমর্থন লক্ষ্য করে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই নেতৃত্ব এই ধর্মঘটকে সমর্থন করে এবং সরকারি ছাত্র সংগঠন এ বি ভি পি-ও উপরোক্ত দাবিতে ঐ দিন ধর্ণার কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৬ জুনের ছাত্র ধর্মঘট ছিল এককথায় সর্বাত্মক। আমেদাবাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও ঐ দিন কোনও ক্লাস হয়নি। এ আই ডি এস ও'র গুজরাট রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়েশ প্যাটেল এক প্রেস বিবৃতিতে ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন, অন্যদিকে গুজরাট সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে না নিলে আগামী দিনে সারা গুজরাট জুড়ে তীব্র ছাত্র আন্দোলন ও প্রয়োজনে সারা গুজরাট বন্‌ধ ও ছাত্র ধর্মঘট পালিত হবে।

ত্রিপুরায় শিক্ষাবিধ্বংসী নোডাল ব্যবস্থা রুখতে

ডি এস ও'র আন্দোলন

ত্রিপুরার সি পি এম ফ্রন্ট সরকার গত শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি ও সরকারি অনুদান প্রাপ্ত স্কুলগুলিতে ষষ্ঠশ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত 'নোডাল' ব্যবস্থা চালু করেছে। রাজ্যের প্রতিটি ব্লক, নগর, পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি করে নোডাল স্কুল করা হয়েছে। এই স্কুল তার অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলির পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। রাজীব গান্ধীর কুখ্যাত নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে এর অদ্ভুত মিল। সরকারের দাবি, নোডাল ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার মানের উন্নয়ন হবে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না, ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশন পড়তে হবে না এবং ড্রপ-আউটও কমে যাবে। কিন্তু এই নোডাল ব্যবস্থা চালুর ফলে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার আগে কোশ্চেন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার ছাত্রছাত্রীদের হাতে আসলে প্রশ্নপত্রই তুলে দিচ্ছে। নোটবই-এর মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলির উত্তর মুখস্ত করে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় বসছে। এর ফলে পুরো সিলেবাস পড়া ও পাঠ্যবই পড়ার আগ্রহ আর ছাত্রছাত্রীদের থাকছে না। স্কুলে পঠন-পাঠনও ঠিকমত না হওয়ায় এবং ষষ্ঠশ্রেণী থেকেই প্রশ্নভিত্তিক সাজেশন-ধর্মী পঠন-পাঠনের ফলে শিক্ষার মান নেমে যাবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা নোডালের আওতায় না থাকার ফলে ফেলের হার আরো বাড়বে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে নোডালের আওতার বাইরে প্রাইভেট স্কুলগুলিতে সন্তানদের পড়াতে চাইবে আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন অভিভাবকরা। এই ভাবেই ত্রিপুরার সি পি এম ফ্রন্ট সরকার একদিকে গরিব ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ধ্বংস করছে, অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের ব্যবসায়িক স্বার্থে শিক্ষার বেসরকারীকরণ করছে। এর বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্য ডি এস ও রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলছে।

জলপাইগুড়ি

স্কুলের দাবিতে ছাত্র-অভিভাবকদের আন্দোলন

জলপাইগুড়ি জেলার বোয়ালমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা এবং এলাকায় একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার দাবিতে ঐ বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০০ ছাত্র-অভিভাবক গত ১১ জুন ৭৪৫২টি স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জেলা সভাধিপতি এবং জেলা শাসকের নিকট পেশ করেন। বোয়ালমারী, খারিজা বেরুবাড়ী, উত্তর বড় হলদিবাড়ী এলাকার ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সাধারণ মানুষরাই ঐ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন। একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে কদমতলায় পথসভা করে।

প্রত্যেক বছরই প্রায় ১০০% ছাত্র-ছাত্রী এই বিদ্যালয় থেকে ভালো ফল সহ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ার জন্য ছেলে-মেয়েদের প্রায় ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে জলপাইগুড়ি যেতে হয়। তাই ন্যায়সঙ্গত এই দাবিগুলোর প্রতি স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সম্পূর্ণ উদাসীনতার ফলে এলাকার সমস্ত মানুষই সরব হয়েছেন। বক্তারা বলেন, অবিলম্বে দাবি আদায় না হলে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে বাধ্য হবেন। উক্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন হরিভক্ত সর্দার, মুকুন্দ সরকার প্রমুখ।

জলপাইগুড়ির বোয়ালমারীতে ছাত্র-অভিভাবকদের আন্দোলন

বীরভূম

রাজগ্রাম স্টোন কোম্পানি শ্রমিক ইউনিয়নের

বিশেষ সাধারণ সভা ও কোম্পানি অফিসে বিক্ষোভ

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী কর্তৃক ঘোষিত শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিকে সফল করা ও পাথর শ্রমিকদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবি আদায়ে আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত রাজগ্রাম স্টোন কোম্পানি লেবার ইউনিয়নের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১০ ও ১১ জুন।

১০ জুন মুরারই কবি নজরুল কলেজের সাধারণ সভায় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই বীরভূম জেলা সম্পাদক প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড জিয়াদ বক্সী। সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী। ইউনিয়নের সংগঠক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নের দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয় — সমস্ত স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য অবিলম্বে পি এফ গ্রাচুইটি দিতে হবে, বি-রেজিস্টার সংশোধন এবং রাস্তা সাফাই ও টিকলিম্যানদের ৮.৩৩% বোনাস দিতে হবে। এছাড়া লোডিং শ্রমিকদের দাবিগুলিও থাকছে।

১১ জুন সকাল ৭টায় কোয়ারিতে দুই সহস্রাধিক শ্রমিকের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কমরেড জিয়াদ বক্সীর সভাপতিত্বে। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সহসভাপতি কমরেড রফিকুল হাসান। প্রকাশ্য সমাবেশের পর কমরেড জিয়াদ বক্সীর নেতৃত্বে মিছিল করে শ্রমিকরা কোম্পানির অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দাবি করে ইউনিয়নকে দেওয়া কোম্পানির চিঠিতে যে অপ্রাসঙ্গিক ও কুরুচিকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য ম্যানেজারকে ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দিতে হবে। কমরেড বক্সীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কোয়ারি ম্যানেজার ও অফিস ইনচার্জের কাছে ডেপুটেশনে যান। ম্যানেজার আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগের বিষয়ে ক্ষমা চেয়ে লিখিত চিঠি দেন এবং অন্যান্য দাবিগুলি নিয়ে ১০ দিনের মধ্যে কোম্পানির উর্ধ্বতন প্রতিনিধির সঙ্গে ইউনিয়ন নেতাদের আলোচনার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা শান্ত হন এবং কাজে যোগ দেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় উদাসীনতা

এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭০ শতাংশ পাশ ও ২০ শতাংশ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ দেখিয়ে রাজ্য সরকার ও পর্ষদ আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে চাইলেও, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার জন্য কী দুর্গতির মধ্যে যে পড়তে হচ্ছে, তা দেখে যেকোন বিবেকবান মানুষ বিচলিত না হয়ে পারেন না। যারা পাশ করল, এমনকি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে, তারা ভর্তি হবে কোথায় — এনিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। তারা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক তুলে দিয়েছে, অথচ বহু স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিকের অনুমোদন দেয়নি, যাদের অনুমোদন আছে অথচ ঠিকমত পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, তাদের পরিকাঠামো গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থাও নেয়নি। ফলে, স্বভাবতই চাপ এসে পড়ছে শহরের মুষ্টিমেয় কিছু ভাল স্কুলের উপর। আর, তারাও — এমনকি তার মধ্যে আছে সরকারি স্কুলগুলিও — এই সুযোগে আসন সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি আবেদনকারীকে উচ্চ মূল্যে ফর্ম বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা মুনাফা করছে। কিন্তু না পর্ষদ, না উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিল, না সরকার নিজে — একবারও কেউ ভেবে দেখার প্রয়োজনবোধ করছে না, যেসব কিশোর বা কিশোরী ও তাদের অভিভাবকরা ভর্তির জন্য শুকনো মুখে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ছুটতে বাধ্য হচ্ছে, যে কিশোর-কিশোরীরা দেখছে শুধুমাত্র কিছু নম্বরের হেরফেরে বন্ধুদের কেউ ভর্তি হতে পারল আর কেউ পারল না (যে নম্বরকে আবার কেউই আজ সঠিক বলে মনে করতে পারছে না), সেই কিশোর- কিশোরীরা আরও ভাল ফল না হওয়ার বেদনা থেকে, একধরনের অপরাধবোধ থেকে যখন নিজেকে ধিক্কার দেবে, একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে পারবে না, তখন তাদের সেই বেদনার, অপরাধবোধের ও হীনমন্যতার দায়িত্ব কে নেবে? এইসব ছাত্রছাত্রীরা যখন সমাজকে তথা সরকারকে প্রশ্ন করবে — সততার সঙ্গে সমস্ত রকম চেষ্টা করে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়ে তাহলে কি তারা অপরাধ করেছে, নির্লিপ্ত উদাসীন সরকারি মন্ত্রী-আমলারা কি জবাব দেবেন তাদের ? এই বিশাল কিশোর সম্প্রদায়কে তারা যে হতাশা, হীনমন্যতা ও আত্মগ্লানির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন, তার মূল্য দিতে হবে এই সমাজকেই।

এই অমার্জনীয় উদাসীনতা এবার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশকে কেন্দ্র করেও দেখা গেল। ইণ্টারনেটে ফল প্রকাশের আয়োজনকে প্রহসন বললে কিছুই বলা হয়না। ইণ্টারনেটে ফল দেখার আশা নিয়ে খোদ কলকাতার বুকেই ছাত্রছাত্রী অভিভাবকেরা যে চরম হয়রানির শিকার হলেন, তাতে গ্রাম-গঞ্জের শোচনীয় অবস্থা সহজেই বোঝা যায়। এর ফলে এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মনে যে চরম উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও প্রবল মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে তার পরিণতি তাদের জীবনে কি হতে পারে তা কর্তৃপক্ষ একবারও ভেবে দেখলেন না। বোর্ড তথা সরকার শেষ- পর্যন্ত একে 'প্রযুক্তিগত সমস্যা' বলে, অথবা 'সরকারি সংস্থাতেও তো ঠিকভাবে কাজ না হতে পারে' বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলেও প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা শুধু সরকার তথা বোর্ডের দূরদর্শিতার অভাব ও চূড়ান্ত অপদার্থতারই প্রমাণ দেয়নি, প্রমাণ করেছে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নির্মম উদাসীনতাকে।

মনে রাখা দরকার, কিশোর ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হল এই মাধ্যমিক পরীক্ষা। তারা যে শুধুমাত্র বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে এর প্রস্তুতি নেয়, তা নয়, একে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে থাকে স্বপ্ন, উচ্চতর শিক্ষাজীবনে যাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা-আবেগ। বোর্ড কর্তা তথা মন্ত্রীদের কথাবার্তায় চালচলনে ঘুণাক্ষরেও কেউ বলবে না — ছাত্রছাত্রীদের এইসব অনুভূতির প্রতি তাদের কোনরকম দৃষ্টি আছে।

> এই বিশাল কিশোর সম্প্রদায়কে তারা যে হতাশা, হীনমন্যতা ও আত্মগ্লানির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন, তার মূল্য দিতে হবে এই সমাজকেই।

এবারের মাধ্যমিকের ফলাফলের বিশেষত্ব কি? প্রথম কথাই হল, বিশেষত্ব যাই হোক না কেন, এ জিনিস হঠাৎ করে এবছর দেখা দেয় নি। সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের শাসনে বেশ কয়েক বছর ধরেই লক্ষণগুলো ফুটে উঠছিল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ এবার বলেছিলেন, গত কয়েকবছর, বিশেষত গত বছরের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা নাকি এবার অনেক সতর্ক হয়েছেন এবং ব্যবস্থাও নিয়েছেন। তারপরও সেই একই লক্ষণগুলো এবারও মারাত্মক রূপ নিয়ে সামনে এসে পড়েছে, সবাইকে বেশি করে ভাবাচ্ছে।

মাধ্যমিকের ফলাফল এবছর 'অস্বাভাবিক' ভাল। বোর্ড সভাপতির তথ্য অনুযায়ী অ্যাডিশনাল সহ সর্বোচ্চ মোট নম্বর ৭৮৮ অর্থাৎ ৯৮ শতাংশের বেশি। গণিতে ১০০ শতাংশ পেয়েছে প্রায় চারশ পরীক্ষার্থী; শোনা যাচ্ছে ভৌত বিজ্ঞানেও নাকি ১০০ পেয়েছে অনেকে। ইতিহাসেও ৯২/৯৪ নম্বর দেওয়া হয়েছে। পাশের হার ৭০ শতাংশের বেশি। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের হার ২০ শতাংশেরও বেশি। তা এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথায়? প্রবীণদের অনেকেই হয়ত মনে করতে পারবেন, চার-পাঁচ দশক আগে এই ধরনের বড় পরীক্ষায় পাশের হার থাকত ৪০-৪৫ শতাংশ; এরপর ক্রমে ক্রমে তা বাড়লেও ১৯৭৭ সাল থেকে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের আমলেই এই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ। এর সঙ্গে বা একে ছাপিয়ে বেড়েছে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা। ১৯৭৭-এ এই সংখ্যা ছিল ২ শতাংশের কম, আজ ২৬ বছরে তা দশগুণের বেশি বেড়ে ২০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের হারও এই একই সময়ের মধ্যে হয়েছে ১৪ থেকে ৪০ শতাংশ। আর সর্বোচ্চ এগ্রিগেটে বা মোট নম্বর ৯৮ শতাংশের বেশি। দশ বছর আগে কেউ একথা কল্পনাও করতে পারত না; অতীতে ৬০ শতাংশ নম্বর পেলেই অর্থাৎ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেই স্কুলে, আত্মীয় মহলে বা পাড়ায় শোরগোল পড়ে যেত। এখানে আর একটি বিষয় বলে নেওয়া দরকার। অধুনা এই বিশাল এগ্রিগেট বা মোট নম্বরের পিছনে রয়েছে আর একটি প্রক্রিয়া। বিশেষ করে মাধ্যমিকে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে কর্মশিক্ষায় বিপুল নম্বর বাড়তি পেয়ে যায় ছাত্রছাত্রীরা বস্তুত কিছু না করে, অনেক ক্ষেত্রে পয়সা দিয়ে বাজার থেকে জিনিস কিনে সাজিয়ে গুছিয়ে জমা দিয়ে। তার ফলে, পর্ষদের হিসাবেই ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্রছাত্রীর অতিরিক্ত বিষয় কর্মশিক্ষা, মার খাচ্ছে অতিরিক্ত অঙ্ক, মেকানিকস্ প্রভৃতি বিষয়। অর্থাৎ না খেটে বা কম খেটে এমন কি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও কিভাবে বেশি নম্বর পাওয়া যায় তার পাঠ বেশ ভাল করেই দেওয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।

কথা উঠতে পারে, শিক্ষণ ও শিক্ষার মান বাড়লে ত ছাত্রছাত্রীরা বেশি নম্বর পেতেই পারে। বাস্তব অবস্থা তাই হলে কোন প্রশ্ন ছিল না। এ রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থার কি হাল হয়েছে তা শিক্ষার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাই জানেন। এবছরও কলকাতার হিন্দুস্কুলের এক প্রবীণ শিক্ষক জানিয়েছেন — আশির দশকেও যে মানের ছাত্র পাওয়া যেত, এখন তাও পাওয়া যায় না। অথচ নম্বর ত' তারা ভালই পায়। কলেজে স্নাতকস্তরেও অবস্থা তথৈবচ। যে কোন নিষ্ঠাবান শিক্ষকের অভিজ্ঞতা হল, ক্রমাগত ছাত্রদের মানের অধোগতি চোখে পড়ছে, এমন কি পড়াশুনার সাধারণ গরজটুকু পর্যন্ত তাদের হারিয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিফলন ঘটছে নেট-স্লেট পরীক্ষায়, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় — যেখানে এ রাজ্যের ছাত্রদের হাল ক্রমশই করুণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে এবারের ফলাফল এতটাই 'ভাল' যে অনেক পরীক্ষার্থীকেও তা চমকে দিয়েছে। তারা পরিষ্কার জানিয়েছে — এত বেশি নম্বর, তাদের বিশ্বাসই হচ্ছে না। এটা ঠিকই যে পরীক্ষার্থীরা সবসময় সঠিক অনুমান করতে পারে না। তবু তাদের স্কুলের পরীক্ষায় অতীত রেকর্ড, মাধ্যমিকের জন্য প্রস্তুতি, মাধ্যমিক পরীক্ষাটা শেষপর্যন্ত কেমন দিল — সব কিছু মিলিয়ে দেখে পরীক্ষার্থীরা ত' বটেই, তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা এমনকি সজাগ অভিভাবকরা কিছুটা ত' বুঝতে পারেন। এবারের অনেক ছাত্রছাত্রীর অতিরিক্ত ভাল ফলাফল যে তাদের কাছে বিস্ময়ের, তা তাদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাচ্ছে। আবার সবক্ষেত্রেই যে ফলাফল ভালর দিকে গিয়েছে তা নয়। অনেক ছাত্রছাত্রীর ফল তাদের পক্ষে আবার বিস্ময়করভাবে খারাপও দাঁড়িয়েছে। এমনকি বহু ভাল স্কুলের পক্ষ থেকেও এমন অভিযোগ আসছে। অর্থাৎ খেটে খুটে, ভালো পরীক্ষা দিয়েও উচ্চমানের ছাত্রছাত্রীরা যে ফলাফলের সামনে এসে দাঁড়াল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের চিন্তার অতীত। এর ফল কি দাঁড়াচ্ছে ? যাদের ফল আশাতিরিক্ত ভাল হচ্ছে তাদের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভাবার সম্ভাবনার, এক 'ইনফ্লেটেড ইগো'র জন্ম দিচ্ছে। আর যারা ভাল ছাত্র ভাল পরীক্ষা দিয়েও আশানুরূপ ফল পেল না, তাদের মধ্যে গড়ে দিচ্ছে হীনমন্যতা, সুবিচার না পাওয়ার হতাশা। কিন্তু এই ক্ষতিটা কেবল একজন ছাত্র বা ছাত্রীর হচ্ছে ভাবা হলে ভুল হবে। মেধার সঠিক বিচার না হলে, ক্ষতি হয় গোটা সমাজের।

দ্বিতীয়ত, গত কয়েক বছর মাধ্যমিকের এই 'ভাল' ফলাফল-এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, কলকাতার তথাকথিত ভাল স্কুল, যাদের পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত ও যেখানে ভাল ছাত্ররা ভিড় করে, তাদের তুলনায় জেলার স্কুলগুলির রেজাল্ট ভাল। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলকাতার কিছু সরকারি স্কুলের রেজাল্ট। অথচ জেলার ভাল স্কুল বা কলকাতার সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে, শিক্ষক না থাকা নিয়ে অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এই প্রবণতা এবং সাধারণভাবে গোটা মাধ্যমিকে 'ভাল ফলাফল' যে কেন স্বাভাবিক নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী স্তরে। তথ্য নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই দেখা যাবে মাধ্যমিকে আশাতীত ভাল ফল করা অনেক ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকে গিয়ে হারিয়ে যায়।

সাম্প্রতিককালে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ছাত্রছাত্রীদের নম্বর পাল্টে যাওয়ার অসংখ্য উদাহরণ পরীক্ষাব্যবস্থার আর একটি দিককে নগ্ন করে দিয়েছে। খাতা কিভাবে দেখা হচ্ছে তা নিয়ে সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, ছাত্রছাত্রীরা আশাতীতভাবে কম নম্বর পেয়ে আদালতে যায়। আশাতীত ভাল নম্বর পেয়ে কি কেউ দেখতে যাবে — তার নম্বরটা ঠিক দেওয়া হয়েছে কি না?

এখন প্রশ্ন হল — না হয় এ রাজ্যের ছেলেমেয়েরা একটু বেশি নম্বরই পেল, তাতে এত হৈচৈ কেন? কেউ কেউ যুক্তি করেন অন্য বোর্ডগুলো যেখানে ছেলেমেয়েদের অনেক নম্বর দেয়, সেখানে পর্ষদ বা উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিল তাদের ছেলেমেয়েদের বেশি নম্বর না দিলে তারা প্রতিযোগিতায় পারবে কেন? অর্থাৎ অন্যরা যদি যথাযথভাবে মান বিচার না করে অন্যায্য নম্বর দেয়, আমরাও তাই করব না কেন?

এই প্রশ্নগুলির মধ্যেই আজকের পরীক্ষার ফলাফলের, বিশেষ করে এ বছরের মাধ্যমিকের অস্বাভাবিক ভাল ফলাফলের মারাত্মক অশনি সঙ্কেতটা নিহিত আছে।

চোখের ওপর গোটা শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো ধ্বসে পড়ছে। খাতা দেখার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রতি বছর নতুন নতুন অভিযোগ উঠছে — প্রশ্নপত্র ফাঁস, খাতা দেখার সময় টাকা নিয়ে নম্বর বাড়ানো, জাল মার্কশিট ইত্যাদি সমস্ত রকম দুর্নীতির সংগঠিত চক্রের রমরমা ব্যবসার। ক্লাসরুমে, ক্লাসের বাইরে, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সর্বত্র ধরা পড়ছে শিক্ষার মানের ক্রমাগত এবং দ্রুত অবনমন। আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরীক্ষায় 'ভাল' ফলাফল, পাশের হার, প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের হার, মোট নম্বরের শতকরা হার। এ থেকে সহজেই যে সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে হয়, তাহল পরীক্ষার ফলাফল তাহলে কি আসলে শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশা এবং শিক্ষাকর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার এবং সরকারি মদতপুষ্ট অদক্ষ আমলাকুলের চূড়ান্ত অপদার্থতাকে

পাঁচের পাতায় দেখুন

মুর্শিদাবাদে ২৪ ঘন্টার বন্‌ধ

একের পাতার পর

চিরদিনের জন্য, সেই মৃত সন্তানদের স্মরণে সারা জেলায় গ্রামে-গঞ্জে বেদী গড়ে তুলে মাল্যদান করা হয়েছে। সকাল ৯টায় ২ মিনিট নীরবতায় গোটা জেলা সেদিন নীরবে অশ্রুবর্ষণ করেছে। সেইদিনই আমাদের দল মা ও শিশুদের একটি মৌনমিছিল সংগঠিত করেছিল বহরমপুরে। শোকস্তব্ধ মৌনমিছিলে যোগদানকারী মা ও শিশুদের গ্রান্ট হলের মুখে পুলিশের বিরাট বাহিনী ব্যারিকেড করে ঘিরে রাখে। মৌনমিছিলের মত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারও সেদিন বহুঘোষিত এক বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই কেড়ে নেওয়া হয় ফ্যাসিস্টদের মত। তিন শতাধিক মা ও শিশুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। অথচ ১৪৪ ধারা জারি ছিল না।

ধারাবাহিক এই আন্দোলনের পথ বেয়ে এসেছিল ২০ জুন ২৪ ঘন্টার জেলা বন্‌ধের আহ্বান। রোগাক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় সরকারি বঞ্চনা, অবহেলা, দায়িত্বহীনতার পাশাপাশি জেলার অগণিত জনগণের বিবেক, মনুষ্যত্ব ও প্রতিবাদী সত্তা ব্যক্ত হল সর্বাত্মক জেলা বন্‌ধের মধ্য দিয়ে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রতিক শিশুমৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এস ইউ সি আই-এর ডাকা ২৪ ঘন্টার জেলা বন্‌ধ সর্বতোভাবে সফল হয়েছে। উল্লেখ্য, এই একই বিষয়ে জেলা কংগ্রেস এদিন ১২ ঘন্টার বন্‌ধ ডাকলেও শেষপর্যন্ত ১৯ জুন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে একান্ত আলোচনার ভিত্তিতে তারা বন্‌ধ প্রত্যাহার করে নেয়। এস ইউ সি আই প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী — সি এম ও এইচ-এর অপসারণ, মহকুমা হাসপাতালগুলিতে চিলড্রেন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট চালু করা, মৃত শিশুদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি চালু করা প্রভৃতি দাবি না মানায় এস ইউ সি আই বন্‌ধের ডাক অব্যাহত রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তদন্ত ও দোষী ডাক্তারদের গাফিলতির জন্য শাস্তি দেওয়া বা শো-কজ করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পূর্বেই সরকারি কর্তাদের ঘোষণায় ছিল। নিয়মমাফিক এ ঘোষণার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সফর খুব জরুরি ছিল না। এস ইউ সি আই'র পক্ষে জনস্বার্থে জলাঞ্জলি দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই বন্‌ধ ছিল অনিবার্য। যদি পরিকাঠামোর উন্নতি না হয়, ডাক্তার, নার্স, ওষুধ প্রভৃতি কমানোর বদলে বাড়ানো না হয়, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ কমানোর বদলে বাড়ানো না হয় তবে এমন অবাঞ্ছিত মৃত্যু বারবার আমাদের প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নেবে।

বন্‌ধের দিন সকাল থেকেই ব্যাপক পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়। জেলার অন্যান্য প্রান্ত থেকেও গ্রেপ্তারের খবর আসতে থাকে। বিভিন্ন অফিসে পিকেটিং করতে যাওয়ার সময় রাস্তা থেকে দলের কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বহরমপুরে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অপূর্ব ব্যানার্জী ও খাদেজা বানু এবং সাতজন মহিলা সহ মোট ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গোটা জেলায় প্রায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৩ বছরের ছাত্র সন্তুকে ভাবতা পোস্টঅফিসের সামনে থেকে প্রচন্ড মারধোর করে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

জেলায় লালবাগে ও রঘুনাথগঞ্জে দুটি কোর্টই বন্ধ ছিল, ব্লক অফিসে ২/১ জন এবং এস ডি ও অফিসে নামমাত্র কর্মচারী উপস্থিত ছিল। স্টেট বাস চলেছে অত্যন্ত কম, দোকানপাট বন্ধ। ভগবানগোলায় ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, বিডিও অফিস প্রায় সমস্তই ছিল বন্ধ। কান্দীতে কোর্ট বন্ধ, বাস চলেনি, অফিসগুলি খুললেও উপস্থিতির হার ছিল নগণ্য। বড়োঞা অফিসগুলি প্রায় বন্ধ, দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ। বহরমপুরে বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য সকাল থেকেই বিশাল পুলিশবাহিনী এবং র‍্যাফ নামানো হয়। দোকান-বাজার বন্ধ ছিল, অফিসগুলি খোলা থাকলেও উপস্থিতির হার নগণ্য। কোর্টও বন্ধ ছিল। হরিহরপাড়া, নওদা, ইসলামপুর, রাণীনগর, অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, ভগবানগোলা, বড়োঞা সহ অধিকাংশ এলাকায় বন্‌ধ সর্বাত্মক রূপ নেয়। সারা জেলার গ্রামাঞ্চলেও এই বন্‌ধে মানুষের সাড়া মিলেছে অভূতপূর্ব। বহরমপুরে বাসমালিক সমিতি বাস চালানোর চেষ্টা করলেও বাস চলেনি। সারা জেলায় বেসরকারি পরিবহণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাসশ্রমিক কর্মচারী ও বহরমপুরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মহল বিশেষ ভূমিকা পালন করেন বন্‌ধে। সর্বত্র সরকারি কর্মচারী, আইনজীবী ও রিক্সা এবং টাঙ্গা শ্রমিকদের ভূমিকা গৌরবজনক। বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্‌ধ সফল করতে এগিয়ে এসেছেন।

ইতিমধ্যে দলের পক্ষ থেকে খেতমজুরদের পরিচয়পত্র প্রদান, রেশন কার্ড, প্রকৃত গরিবদের নাম বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, বকেয়া খাজনা মকুব প্রভৃতি দাবিতে ২৪-২৫ জুন জেলার সমস্ত ব্লকে বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এই সমস্ত দাবি সহ আগামী ৩০ জুন সারা জেলায় অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে বহরমপুরে ১ জুলাই যুব বিক্ষোভ এবং ২৪ জুলাই ব্যাপক গণ আইন অমান্যের আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৮ জুন কিশোরবাহিনীর বিক্ষোভ (আরও ছবি ছয়ের পাতায়)

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানায় এস ইউ সি আই-এর প্রবীণ কর্মী কমরেড মনু ঘোষ গত ৩ জুন ৭৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন কার্ডিয়াক অ্যাজমা রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পার্টি কর্মীরা তাঁর বাড়ি যান, মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

ষাটের দশকের শেষ দিকে, বিশেষত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রাম বাংলায় গরিব চাষি খেতমজুরদের উত্তাল আন্দোলনের দিনগুলিতে মনু ঘোষ ক্যানিংয়ে এস ইউ সি আই দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়ার সুযোগ তিনি পাননি, এমনকি অক্ষর পরিচয়ও তাঁর হয়নি। কিন্তু দলের আদর্শ ও রাজনীতি, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জানার ও বোঝার জন্য তাঁর মন ছিল সর্বদা ব্যাকুল। এজন্য তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিচালিত শিক্ষাশিবিরে যেমন যোগ দিয়েছেন, তেমনই তাঁর বইগুলি, দলের মুখপত্র গণদাবী অন্যদের দিয়ে পড়িয়ে শুনে শুনে তা আয়ত্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, অজ্ঞ নিরক্ষর চাষি মজুর মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বুঝবে না, একথা ঠিক নয়। তাদের বোঝার মত করে রাখতে পারলে, তারা বোঝে, এবং এই আদর্শকে জানার ও বোঝার প্রয়োজন তাদেরই সবচেয়ে বেশি। কমরেড মনু ঘোষের মত একজন নিরক্ষর মানুষের মুখে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা শুনে অন্যেরা যখন তাঁকে প্রশ্ন করতেন — এসব তিনি শিখলেন কী করে, তিনি বলতেন, "আমি একটা স্কুলেই পড়েছি — শিবদাস ঘোষের স্কুল।" নিজের পরিবারের সদস্যদেরও দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। অশক্ত শরীর নিয়েও তিনি প্রায়ই দলের অফিসে আসতেন, কর্মীদের খবর, আন্দোলনের খবর জানতে ব্যগ্র থাকতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দলের প্রতি আনুগত্যে তিনি ছিলেন অবিচল।

১৮ জুন ক্যানিংয়ে টাইনি টট স্কুলে তাঁর স্মৃতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির নানা ইউনিটের পক্ষ থেকে কমরেড মনু ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সভা পরিচালনা করেন দলের প্রবীণ সদস্য কমরেড দাশরথি মণ্ডল। মূল বক্তব্য রাখেন দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। মহান নেতার উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

মুর্শিদাবাদে শিশুমৃত্যু

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

গত ১৫ ও ১৬ জুন ২০০৩ 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির' রাজ্য সম্পাদক ডাঃ তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে পাঁচজন চিকিৎসকের একটি তদন্তকারী দল মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর, লালবাগ, লালগোলা, নসিপুর, সূতী, সামসেরগঞ্জ, রাণীনগর প্রভৃতি জায়গায় সরেজমিনে তদন্ত করে এসে শিশুমৃত্যু সম্পর্কে নিম্নলিখিত রিপোর্ট প্রকাশ করেন ঃ

১। পরিষেবার ন্যূনতম উন্নতির ব্যবস্থা না করে, শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কম দেখিয়ে এবং 'অজানা রোগ সম্পূর্ণ নিরাময়' ইত্যাদি কথা বলে জেলার স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক কর্তারা রোগের গুরুত্ব কমিয়ে দেখানোয় ইতিমধ্যে নবগ্রাম, পাঁচগ্রাম, খড়গ্রাম, মোবারকপুর প্রভৃতি এলাকায় রোগ ছড়িয়েছে এবং সেখান থেকে বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা আছে।

২। কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতাল, লালগোলা বি পি এইচ সি, জঙ্গীপুর এবং লালবাগ মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শিশু বিশেষজ্ঞ, মহামারী বিশেষজ্ঞ, প্যাথোলজিস্ট এবং কার্যকরী ওষুধপত্র পাঠানো হয়নি।

৩। নসিপুর পঞ্চায়েত অফিসে এবং কৃষ্ণপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লোকদেখানো একবেলা করে মেডিক্যাল ক্যাম্প চালানো হলেও, সূতী, নসিপুর, সামসেরগঞ্জ ধুলিয়ান জঙ্গীপুর, লালগোলা, রাণীনগর, ইসলামপুর প্রভৃতি রোগাক্রান্ত এলাকায় কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

৪। মানুষের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে ফাঁকিবাজ ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও আসলে এই লোকদেখানো স্বাস্থ্য পরিষেবা চলছে জেলার ও রাজ্যের উচ্চতর স্বাস্থ্যকর্তাদের প্রশ্রয়েই।

৫। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির সরকারি ঘোষণা যে কতবড় ধাপ্পা এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থার টাকাও কিভাবে নয়-ছয় হচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রতিক ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। উল্লেখ্য এখন পর্যন্ত একশ জন শিশুর মৃত্যু ঘটেছে এবং ২০০০ শিশু আক্রান্ত।

তদন্ত কমিটি দাবি করেছে ঃ

১। জরুরি চিকিৎসা দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা ব্লক স্তর পর্যন্ত করতে হবে। অবিলম্বে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও শিশু বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে, সাবডিভিশনাল হাসপাতালে জরুরিভিত্তিক আই সি ইউ চালু করতে হবে এবং উন্নত মানের পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করতে হবে।

২। টিকাকরণের ব্যর্থতা কেন ঘটল তা কেন্দ্রীয় স্তরে তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।

৩। মৃত শিশুদের পরিবারবর্গকে এক লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বাজপেয়ি আদবানী ঃ মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ

বিধবস্ত বাবরি মসজিদের জমিতে রামমন্দির তৈরির প্রশ্ন নতুন করে জটিল আকার নিয়েছে। সকলেই জানেন, বিশ্বহিন্দু পরিষদ বাবরি মসজিদের অদূরে এক কর্মশালায় মন্দিরের অংশগুলি তৈরি করেই রেখেছে। এর মধ্যে একবার তারা শিলান্যাসের নামে দেশজোড়া হৈ চৈ ফেলার পর সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে শিলা তুলে দিয়েছিল। এখন আবার তারা মন্দির ইস্যু খুঁচিয়ে তুলছে। অন্যদিকে অটলবিহারী বাজপেয়ির নেতৃত্বে বিজেপি ভাব দেখাচ্ছে, এত বড় একটা সঙ্কট আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মেটাতে তারা কত আগ্রহী! বিশেষতপ্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব উদ্যোগকে এক্ষেত্রে বেশ বড় করেই দেখানো হচ্ছে। এমন ভাব দেখানো হচ্ছে যেন ব্যক্তিগতভাবে বাজপেয়িজি সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে সমগ্র জাতির একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি। কিন্তু তা কি ঠিক? সত্যি কি বিজেপি অযোধ্যা প্রশ্নের মীমাংসা চায়? নাকি সবটাই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের মুখে ভোটের ইস্যু হিসাবে তারা ব্যবহার করতে চাইছে এবং বাজপেয়িজিকে সব সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে খাড়া করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছে।

বিজেপি যে সম্প্রতি গুরুতর অসুবিধার মধ্যে আছে তা সর্বজনবিদিত। দেশে-বিদেশে সর্বত্র গুজরাটের কলঙ্কিত ঘটনা তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মার্কিন সফরে উপপ্রধানমন্ত্রীকেও এই প্রশ্নের মুখে পড়ে ডাহা মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে। তিনি বলেছেন — গুজরাট নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রচার করা হচ্ছে। ওখানে অত কিছু হয়নি। তাঁর এই মিথ্যা জবাব নিয়ে কোন কোন সংবাদপত্রে বাঁকা মন্তব্য করা হয়েছে। তার ওপর **বাবরি মসজিদ ভাঙার দায়ে অভিযুক্ত কর-সেবকদের মধ্যে পাঁচ জন ৭ জুন অভিযোগ এনেছে যে, বিজেপি-র তথাকথিত 'লৌহপুরুষ' আদবানিজি নিজে মসজিদ ভাঙায় উস্কানি দিয়েছেন।** বিরোধীপক্ষ নয়, সংখ্যালঘু নয়, একেবারে নিজস্ব শিবিরের ভেতর থেকে এমন অভিযোগ ওঠায় বিজেপি ভালোরকম বেকায়দায় পড়ে যায়। আদবানিকে বাঁচাতে, সরকারি উকিল লিবেরহান কমিশনে গিয়ে বলেন, বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং। একদা বিজেপি'র নেতা ও হিন্দুত্ববাদীদের চোখের মণি কল্যাণ সিং এখন দলত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে। ফলে, তাকে দায়ী করতে বিজেপি'র অসুবিধা নেই। কিন্তু **কল্যাণ সিং পাল্টা অভিযোগ এনে বলেছেন, বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি তখন যা যা করেছেন, সবই বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশেই, অতএব দায়িত্ব ঐ নেতৃত্বেরই।** এভাবেই নিজেদের তৈরি করা মিথ্যার জালে বিজেপি নেতারাই জড়িয়ে পড়েছেন। তার ওপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দাবি করেছে, বাবরি মসজিদের জমি খুঁড়ে যদি মন্দিরের চিহ্ন নাও পাওয়া যায়, তবুও ওইখানেই রামমন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যেই এই দাবি সমর্থনের জন্য তারা সোনিয়া গান্ধির কাছে অনুরোধও করেছে।

রামমন্দির ইস্যুতে বিজেপি এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের বক্তব্যে মৌলিক কোন পার্থক্য না থাকলেও, এই মুহূর্তে বিজেপি'র পক্ষে সরাসরি মন্দিরনির্মাণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া কঠিন। কারণ, হিন্দুত্ব এজেণ্ডা নিয়ে একেবারে খোলাখুলি লাফিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এন ডি এ শরিকদের আপত্তি আছে। একক শক্তিতে গদি দখল করতে না পারায় জোট রাজনীতির খানিকটা বাধ্যবাধকতা বিজেপি'র আছে। তাই কাঞ্চি র শঙ্কারাচার্যের মাধ্যমে আপস আলোচনার পথে যেন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা তারা করছে — এমন একটা ভাব বিজেপি দেখাচ্ছে। আবার বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল, আর এস এস প্রভৃতি কট্টর হিন্দুত্ববাদী তথাকথিত অ-রাজনৈতিক সংগঠনের সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে ভোটে জেতাও সম্ভব নয়। এরাই হচ্ছে তলার দিকে বিজেপি'র মূল কর্মীবাহিনী। আর বিজেপি আসলে এইসব উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের রাজনৈতিক মুখপাত্র। উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বহিন্দু পরিষদেরও দু-ধরনের বাধ্যবাধকতা। এক, রামসেবক তথা উগ্র হিন্দুত্ববাদী কর্মীদের গরম রাখতে হবে এবং সেজন্য সোচ্চারে মন্দির নির্মাণের দাবি তুলতে হবে। আবার বিজেপিকেও গদিতে রাখতে হবে এবং সেজন্য সময়মত সম্মান বাঁচিয়ে উগ্রতায় রাশ টানতে হবে, কর্মীদের গরম রেখেই। '৮০ সাল থেকেই এইভাবে ভি এইচ পি এবং আর এস এস সাংগঠনিক স্বার্থে এবং বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে রামমন্দির ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে আসছে। হিন্দুত্ব হল বিজেপি'র ভোট টানার চুম্বক। ভোট ফুরোলে চুম্বকটি সে ঝুলিতে ভরে রাখে সময়মতো আবার বের করবে বলে। **ভোটের স্বার্থেই তারা "মন্দির এঁহি বনায়েঙ্গে" বলে হুঙ্কার দেয়, তখন সামনে আসেন আদবানিজি; আবার যখন এন ডি এ সামলাতে হয়, সংসদীয় ভড়ং বজায় রাখতে হয় তখন সমঝদারের ভঙ্গিতে সামনে আসেন বাজপেয়িজি। এই হল তথাকথিত 'লৌহপুরুষ' এবং 'বিকাশ পুরুষ'-এর একই মূল লক্ষ্য পূরণের কৌশল অর্থে দুই রূপ — অর্থাৎ একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।** এহেন বাজপেয়িজি অযোধ্যা প্রশ্নে সম্প্রতি অদ্ভুত ধূর্ত জবাব দিয়েছেন। কাঞ্চি র শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতীর পীঠারোহণের স্বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিল্লীতে তিনি বলেছেন, অযোধ্যা সমস্যার সমাধান 'ধর্মীয়' ও 'সামাজিক' নেতাদের যৌথ আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব।

ওখানে কোন মন্দির কোনকালে ছিল কিনা, রাম ওখানে জন্মেছিলেন কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসার যোগ্য জায়গা আদালত নয়, এটা ঠিক। কিন্তু এও সকলেই জানেন, বাবরি মসজিদের জমির মালিকানা কার — সেই প্রশ্ন এখন আদালতে ঝুলে আছে। ইতিমধ্যে জাপানের কোনও এক গবেষণা সংস্থা জানায়, অন্তর্ভেদী রাডার সমীক্ষায় তারা নাকি মসজিদের নিচে অন্যরকম কাঠামোর আভাস পেয়েছে। একথা শুনেই 'রামভক্তেরা' ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চে র রায়ে **ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ মসজিদের জমিতে খনন কার্য চালিয়ে প্রাথমিক রিপোর্টে বলেছে — এখানে মন্দির ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।** এই রিপোর্ট উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের কাছে বড় ধরনের আঘাত হিসাবেই এসেছে। সাথে সাথে আদবানির বিরুদ্ধে মসজিদ ভাঙায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ খোদ করসেবকরা তোলায় বিজেপি খুবই অসুবিধায় পড়েছে। বিপদ বুঝে, বাজপেয়িজি তাঁর 'সর্বধর্ম সমভাব'-এর মুখোসটি খুলে রেখে 'ধর্মীয়' ও 'সামাজিক' নেতাদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে অযোধ্যা প্রশ্ন সমাধানের কথা বলে আসলে আর এস এস এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটি আপস মীমাংসার সাধু প্রস্তাব। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে — এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি আসলে আদালতের রায়ে সমস্যা সমাধানের পুরনো প্রস্তাবকে লঘু করে দিয়েছেন। সকলেই জানেন, দেশের সংখ্যালঘু সংগঠনগুলি কোর্টের রায় মানতে রাজি থাকলেও উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা সে রায় মানতে চায়নি। বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর এস এস, রামজন্মভূমি ট্রাস্ট প্রভৃতিউগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি বরাবরই বলে এসেছে — 'রামের জন্ম কোথায় হয়েছিল সেটি আদালতের বিচার্য নয়, এটি কোটি কোটি হিন্দুর বিশ্বাসের বিষয়।' দেশের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরা এই বিশ্বাসের যুক্তিগ্রাহ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা আর বর্তমান অযোধ্যা এক স্থান নয়। তার উপর বর্তমান অযোধ্যাতেই আরও বহু মন্দির রয়েছে যেগুলির পরিচালকরা মনে করেন রাম তাঁদের মন্দিরের স্থানেই জন্মেছিলেন। তাঁদের দাবিই বা উড়িয়ে দেওয়া যাবে কী করে? কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা দেয়নি। কারণ তা দিতে গেলেই মন্দির-মসজিদ ইস্যুর হাতিয়ারটাই তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। মুখে তারা ধর্ম এবং বিশ্বাসের দোহাই দিচ্ছে, কিন্তু আসলে বিজেপি'র ঘনিষ্ঠ হিন্দু সংগঠনগুলি বাবরি মসজিদকেই রামজন্মভূমি বলে চিহ্নিত করেছে — ধর্মের জন্যও নয়, বিশ্বাসের জন্যও নয়। তাদের উদ্দেশ্য মন্দির-মসজিদ ইস্যু তুলে, সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ছড়িয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার জোয়ার বইয়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক দখল করা। তাই আদালতে বা আদালতের বাইরে, কোনভাবে এই সমস্যার সমাধান হোক, তা তারা চায় না। বিষয়টি তারা আদালতে পাঠায় সমস্যা জিইয়ে রাখার জন্য। যখন আদালতে পাঠায় তখন বিজেপি বলে আদালতের রায়েই চূড়ান্ত ফয়সালা হতে পারে। অন্য দিকে হিন্দুত্ববাদী শাখা সংগঠনগুলিকে দিয়ে 'বিশ্বাসের' প্রশ্নটা তারা তুলিয়ে রাখে। এই সময় আপাতদৃষ্টিতে বিজেপি'র বক্তব্যের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী 'সামাজিক ও ধর্মীয়' সংগঠনগুলির বক্তব্যে যেন কিছুটা ফারাক হচ্ছে এবং তুলনামূলক-ভাবে বিজেপির বক্তব্য যেন কিছুটা সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মনে হয়। তখনই 'বাজপেয়িজি সমঝদার মানুষ' বলে গণমাধ্যমে প্রচার তোলা হয়। কিন্তু ভোট যত এগিয়ে আসে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থতা, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি রোখার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থতার প্রশ্ন যেমন যেমন সামনে আসে তেমন তেমন উগ্র হিন্দুত্ববাদী তথাকথিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে বিজেপি'র সুরের আপাত পার্থক্য ঘুচে যায়। বাজপেয়িজির 'সমঝদার' মুখোসের আড়াল থেকে কুখ্যাত নরেন্দ্র মোদির মুখ বেরিয়ে আসে।

বছর শেষে আসছে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন যা প্রকৃতপক্ষে ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের রিহার্সাল। গুজরাট নির্বাচনের মুখে বাজপেয়িজি বারবার বলেছিলেন — মন্দির নয়, উন্নয়নের বিষয়টিই নির্বাচনে বিজেপি'র ইস্যু হবে। অথচ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে নির্বাচনে জেতবার পর বাজপেয়িজি নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন আগামী দিনে গুজরাট লাইনই বিজেপি'র নির্বাচনী লাইন হবে। **জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা-গুলির ন্যূনতম সুরাহা করতে ব্যর্থ এবং আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকা বিজেপি তাই আবার মন্দির-মসজিদ প্রশ্নকে ইস্যু করতে চাইছে। এছাড়া আর বিজেপি'র ঝুলিতে আছেই বা কী?** তাদের এই হীন উদ্দেশ্যকে আড়াল করতে অতীব ধূর্ততার সঙ্গে বাজপেয়িজি বলেছেন — "অযোধ্যা সমস্যা তাঁদের রাজনৈতিক ইস্যু নয়", এটি "সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন।" সকলেই জানেন সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ও ভারতবর্ষে হিন্দু আধিপত্য ও হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণার ওপর গড়ে ওঠা বিজেপি'র 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-ই বলুন আর দীনদয়াল উপাধ্যায় কর্তৃক প্রচারিত 'অখণ্ড মানবতাবাদ'-ই বলুন — তাদের সব তত্ত্বই আসলে জার্মান ফ্যাসিস্টদের ইহুদি বিদ্বেষী আর্য-রক্তের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উগ্র জাতীয়তাবাদের মতই ভয়ঙ্কর। বাজপেয়িজি কথিত এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ তাদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি। অশোক সিংঘল, প্রবীণ তোগাড়িয়া বা আদবানিজি যা খুল্লম্ খুল্লা বলেন, বাজপেয়িজি সেই কথাই বলেন চালাকির ভাষায়। পার্থক্য যদি কিছু থাকে তবে তা এইটুকুই।

কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় উদাসীনতা

তিনের পাতার পর

ঢাকা দেওয়ারই অপকৌশলমাত্র? বাস্তব যাই হোক, শিক্ষার মান যত নীচেই নামুক, মেধার বিচার শিকেয় তুলে দিয়ে, মেধাবী, অমেধাবী সকল ছেলেমেয়েদের বেশি নম্বর দিয়ে তুষ্ট করে, সস্তায় হাততালি কুড়ানোর চেষ্টামাত্র? এর ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, শিক্ষা ধ্বংসের জন্য শাসক শ্রেণীর সকল অপচেষ্টা সত্ত্বেও এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা যতটুকু 'শিক্ষিত' হচ্ছিল, আজও এ রাজ্যের শিক্ষার মানের যতটুকু স্বীকৃতি দেশে তো বটেই, বিদেশেও পাওয়া যাচ্ছিল, সেটুকুও যাতে আর বেশিদিন না টেকে, সি পি এম ফ্রন্ট সরকার তার 'ভাল' ফলাফলের ধ্বজা ওড়ানোর মধ্য দিয়ে সেই কাজটিই করে যাচ্ছে।

মাধ্যমিকের ফল হাতে পেয়ে যেসব ছাত্রছাত্রীরা হতাশ হয়েছে, সুবিচার না পেয়ে প্রবল মানসিক আঘাত পেয়েছে, উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির সমস্যা যে সকল ছাত্রছাত্রীকে আশাহত করছে, তাদের বুঝতে হবে যে, এই সমস্যা ও আঘাত কেবল তার একার নয়। সরকারি অপদার্থতা ও অবিচারের শিকার সে একাই হয়নি, প্রতি বছরই তাদের মতো লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জীবনে এ জিনিস ঘটে চলেছে। যদি রুখে দাঁড়ানো না যায় তবে এভাবেই সরকারি অবহেলার শিকার হতেই থাকবে আরও লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। ফলে, যারা সত্যই আঘাত পেয়েছে, তাদের কাজ হবে এই আঘাতকে প্রতিবাদের প্রতিরোধের শক্তিতে পরিণত করা। সুশিক্ষা ও সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থার দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের জন্য তৈরি হওয়া। ছাত্ররাই পারে এই অবস্থার বদল ঘটাতে।

ফ্রান্সে ধর্মঘটীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে

পেনশান বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ফ্রান্সে ১৩ মে থেকে সরকারি ও আধা সরকারি কর্মচারীরা যে ধর্মঘট শুরু করেছেন, তা এক মাসে পদার্পণ করার সাথে সাথে আরও ব্যাপক আকার নিয়েছে। সরকারি কলেজের অধ্যাপক, রেল ও মেট্রোরেল শ্রমিক, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল কর্মী ইউনিয়ন, পরিবহন শ্রমিকদের অপরাপর ইউনিয়নগুলি, যারা আগে নামেনি তারা এখন ধর্মঘটে নেমেছে। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে ডক শ্রমিক, ডাক ও যোগাযোগ কর্মী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ এবং শুল্ক বিভাগের অফিসাররা, ট্রাক ড্রাইভারস এবং রাসায়নিক ও ধাতু শিল্পের শ্রমিকরা ১০ জুন থেকে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। অর্থাৎ আজ ফ্রান্সের সর্বস্তরে শ্রমিক-কর্মচারীরা তাঁদের অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে এ ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন।

পরিবহন কর্মচারীরা ধর্মঘট করায় প্যারিস ও দেশের অন্য শহরগুলিতে অনেককে সাইকেলে চেপে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে। ধর্মঘটের দরুণ মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাস ও দুই-তৃতীয়াংশ মেট্রো চলাচল করছে। পরিবহন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ধর্মঘটী পরিবহন কর্মচারীরা প্যারিস ও তুঁলো শহরে রাস্তা অবরোধ করায় প্যারিস শহরের বাইরে ২৮০ কিমি বিস্তৃত রাজপথে প্রবল যানজট সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত রেলওয়ে শ্রমিক সংগঠন এস এন সি পি জানিয়েছে, রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের জন্য এখন প্রতিদিন গড়ে তিনটি ট্রেনের মধ্যে একটি ট্রেন চলছে এবং সেটাও যাচ্ছে দ্রুতগতির টি ভি জি লাইন ধরে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে প্যারিসের চার্লস দ্যগল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১০০টি উড়ান বাতিল করে দিতে হয়েছে এবং অপেক্ষমান বিমানযাত্রীদের বিমান ধরার জন্য দেড়ঘণ্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ডক শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় মার্সেই ও দেশের অন্য বন্দরগুলিতে মাল ওঠানো-নামানোর কাজ বন্ধ আছে। সাফাই কর্মীদের অনুপস্থিতির দরুণ রাস্তায় রাস্তায় জঞ্জালের পাহাড় জমে উঠেছে।

উল্লেখ্য যে, রেল কর্মচারী, বিমান কর্মী ও ব্যাঙ্ক কর্মীরা প্রস্তাবিত পেনশন বিলের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না। তাদের পেনশনের ব্যাপারে সরকার পূর্ণ গ্যারাণ্টি দিয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে এঁরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। এখন প্রতিদিন লাখো লাখো ধর্মঘটী শ্রমিক পথে নেমে মিছিল-সমাবেশ করছেন। আগামী দিনে প্যারিসে একটা সরকার বিরোধী গণমিছিল করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার পর থেকে ধর্মঘটের জন্য স্কুলগুলি ১১ দিন বন্ধ থাকার ফলে ৬ লক্ষ উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রের পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেছে। ১২ জুন সে দেশের সব স্কুল খোলার কথা ছিল, কিন্তু ধর্মঘট ব্যাপক আকার নেওয়ায় স্কুল খোলার বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছে।

১১ জুন সে দেশের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বিতর্কিত পেনশন বিল তোলার চেষ্টা হয়। বিরোধী সদস্যদের বাধাদানের ফলে তা সম্ভব হয়নি। বাইরে তখন ১০ লক্ষ ধর্মঘটী শ্রমিক অ্যাসেম্বলি ভবন ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। বিক্ষোভকারীদের হঠানোর জন্য রায়ট পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে। (সূত্র ঃ দি হিন্দু ১১ ও ১২ জুন ২০০৩ এবং টি ভি ৫)

একনজরে

বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনীতির হাল

- আমেরিকায় মে মাসে বেকারির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.১ শতাংশ। গত ৯ বছরে এটাই হল বেকারির সর্বোচ্চ হার। অ-কৃষি শিল্পে ১৭,০০০ চাকরির পদ বিলুপ্ত হয়েছে। এই বিলোপ বেশি ঘটেছে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে। ২০০০ সালের জুলাই মাসের পর থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ২৬ লক্ষ চাকরির পদের বিলোপ ঘটেছে।
- জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকায় শিল্পোৎপাদনের হার কমেছে ০.৪ শতাংশ।
- কানাডায় পর পর দুমাসে বেকারির হার বেড়েছে। মে মাসে বেকারির হার হয়েছে ৭.৮ শতাংশ
- এপ্রিল মাসে জার্মানিতে শিল্পোৎপাদনের হার হ্রাস পেয়েছে ১ শতাংশ।
- ব্রিটেনে মে মাসে বেকারভাতার জন্য আবেদনকারীদের সংখ্যা বেড়েছে ৯৭০০ জন। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের পর থেকে এটাই হল সর্বোচ্চ বৃদ্ধি। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে চাকরির পদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে চলেছে এবং কমতে কমতে গত ২০ বছরে তা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। উচ্চ আয়কারীদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৩.২ শতাংশ।
- ব্রিটেনে এপ্রিল মাসে শিল্পোৎপাদনের হার ১.৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এপ্রিল মাসে বেকারির হার হয়েছে ৫.১ শতাংশ।

(সংবাদসূত্র ঃ দি ইকনমিস্ট (লণ্ডন) ১৪ জুন ২০০৩)

মুর্শিদাবাদ

শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জ্বরে মৃত শিশুদের প্রতিটি পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ, শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দান, সি এম ও এইচ-এর অপসারণ, মহকুমা হাসপাতালে শিশু বিভাগে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট চালু, পেডিয়াট্রিক বিভাগ চালু, পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহ প্রভৃতি দাবিতে এস ইউ সি আই জঙ্গীপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৬ জুন জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপারের অফিস ঘেরাও এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ চলে। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মীর্জা নাসিরউদ্দীন। হাসপাতালের রোগী ও তাদের আত্মীয় স্বজন এবং শতাধিক শিশু বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। সভায় এস ইউ সি আই-এর ডাকা ২০ জুন ২৪ ঘণ্টার মুর্শিদাবাদ জেলা বন্ধ সফল করার আহবান জানানো হয়।

জেলা জুড়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

বিদ্যুতের অতিরিক্ত সিকিউরিটি চার্জ আদায়, ইউনিট প্রতি ৫২ পয়সা মূল্যবৃদ্ধি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ প্রভৃতির প্রতিবাদে গত ২১ মে বহরমপুর রাধার হাট, গোয়ালজান বিদ্যুৎ সাপ্লাই অফিস দু-ঘণ্টা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রাহকরা। আন্দোলনের চাপে এস এস মাইকে ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, সিকিউরিটির কারণে কারও লাইন কাটা হবে না। একই ভাবে ২৬ মে জলঙ্গী বিদ্যুৎ সাপ্লাই অফিসের এস এস লাইন না কাটার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৬ জুন ডোমকল বিদ্যুৎ অফিসে ও ১৭ জুন জলঙ্গী বিদ্যুৎ অফিসেও শত শত গ্রাহক বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও সিকিউরিটি চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ২০ জুন থেকে রাজ্য জুড়ে যে বিল বয়কট আন্দোলন চলছে তারই অংশ হিসাবে মুর্শিদাবাদের বিদ্যুৎ সাপ্লাই অফিসগুলিতে, অবরোধ ও ঘেরাও আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক বিদ্যুৎ গ্রাহক অংশ নিচ্ছেন। এই আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে এ বি ই সি এ মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা।

২০ জুন মুর্শিদাবাদ বনধের দিন প্রশাসনিক ভবনের সামনে এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার

মার্কিন আগ্রাসনে

ইরাকে ১০ হাজার অসামরিক মানুষ নিহত

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনে কম পক্ষে ৫০০০ জন অসামরিক ইরাকি সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থার এক সমীক্ষায় একথা বলা হয়েছে। আরও সাক্ষ্য প্রমাণ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে ঐ সংস্থার ধারণা সব কিছু যুক্ত করলে ঐ সংখ্যা ১০,০০০-এ পৌঁছাতে পারে।

'ইরাক বডি কাউণ্ট' নামে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি গঠন করেছেন ব্রিটিশ ও আমেরিকান বুদ্ধিজীবী ও গবেষকরা। প্রথমে তাঁরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যগুলি সঙ্কলিত করে বলেছিলেন আগ্রাসনে ৫ থেকে ১০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। সর্বশেষ রিপোর্টে তাঁরা দেখিয়েছেন, ইরাকের ভিতরেই আরও ১৪টি সূত্রের সাথে তুলনা করেও তাদের হিসাব সঠিক বলে প্রমাণ হয়েছে। গবেষকরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ইরাকের হাসপাতাল ও মর্গগুলিতে গিয়েছেন, নিহতদের পরিবারের মানুষজনদের ইণ্টারভিউ নিয়েছেন। এখনও প্রধান শহরগুলিতে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্নভাবে চালানো তিনটি সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, কেবলমাত্র বাগদাদেই ১৭০০ জন থেকে ২৩৫৬ জন অসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। (হিন্দুস্তান টাইমস ১৪ জুনে প্রকাশিত ব্রিটেনের দি গার্ডিয়ান পত্রিকার সংবাদ)

১৯ জুন ঃ বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মা ও শিশুদের মৌনমিছিল শুরুতেই গ্রেপ্তার

এ এক অদ্ভুত শাসন-দানব

একের পাতার পর

মন্ত্রীদের পরিদর্শন, প্রতিবাদীদের ওপর পুলিশের জুলুম ঘটে যায়। একজন দায়িত্বশীল চিকিৎসক বলে দেন, শিশু হাসপাতালে অত্যাবশ্যক ইনকিউবেটর নেই। এক শয্যায় দুই তিনটি রুগ্ন শিশু থাকে, একের থেকে অপরে রোগ ছড়ায়। তাই মৃত্যুই এখানে স্বাভাবিক, বাঁচাটাই আশ্চর্য। হাসপাতালের সুপার এই অব্যবস্থার কথা বলেছিলেন বলে তাকে বদলি করে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কেউ কি খোঁজ করেছেন, এখন সেখানে কী অবস্থা? এক বেডে ক'জন শিশু আছে? ইনকিউবেটর, ভেন্টিলেটার যথেষ্ট আছে কিনা? না, কোন খোঁজই আর কেউ নেননি।

এস এস কে এমে তদন্তে কয়েকজন চিকিৎসকের অবহেলাকে মৃত্যুর কারণ বলা হয়েছে। মুর্শিদাবাদেও দায়িত্বহীন চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিয়েছেন। খুব সহজ সমাধান, কাউকে বলির পাঁঠা দাঁড় করালেই দায়িত্ব শেষ। মুর্শিদাবাদে গিয়েই ছুটিতে থাকা ডাক্তারদের 'শাস্তি হবে' ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতেই আনন্দবাজার লিখেছে — "...শুধু রোগ ধরা নয়, দক্ষ চিকিৎসক থুড়ি প্রশাসকের ভূমিকায় রোগের মোক্ষম দাওয়াইটি বাতলেছেন বুদ্ধবাবু।' বেসরকারীকরণ, বিশ্বায়নের প্রবক্তা, দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির পরম সুহৃদ বুদ্ধদেববাবু এখন মালিকশ্রেণীর চোখের মণি। তাই তাঁকে একচেটিয়া গণমাধ্যম অন্ধের মতো সমর্থন করছে। নাহলে তাঁরা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলতেন — ডাক্তাররা প্রাপ্য ছুটি নিলে বিকল্প চিকিৎসক থাকার কথা। তাঁরা কোথায়? নাকি, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা একজন চিকিৎসককে দিয়ে চালানো হচ্ছে, তাই তিনি ছুটি নিলে ডাক্তার থাকছেনা? তবে সি পি এমের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক বলেছেন, বহু শূন্যপদে ডাক্তার নেই, নিয়োগ বন্ধ, প্রশাসনিক জটিলতা ও দ্বন্দ্বের ফলে ওষুধও নেই। আনন্দবাজারই দু-দিন আগে লিখেছে, গ্রামের মানুষ চিকিৎসা করাতে না পেরে অসুস্থ শিশু ফেরৎ নিয়ে যাচ্ছে, কারণ সরকারি ব্যবস্থা না থাকায় বাইরে পরীক্ষানিরীক্ষা করানোর ও ওষুধ কেনার সামর্থ্য তাঁদের নেই।

যদি একটি হাসপাতালে, বা বিশেষ একটি ক্ষেত্রে অবহেলা ঘটত, তাহলে চিকিৎসকের দায়িত্বহীনতার অভিযোগ মেনে নেওয়া হয়ত যেত। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, আজ বি সি রায় শিশু হাসপাতালে, কাল এস এস কে এমে, আর একদিন মুর্শিদাবাদে, কখনো ম্যালেরিয়া, কখনো সার্স্, কখনো গ্যাস্ট্রো-এনটেরাইটিস বা অন্য কোন রোগকে কেন্দ্র করে বার বার সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার যে বেহাল অবস্থা বেরিয়ে আসছে তাতে বোঝা যায় গোটা সরকারি চিকিৎসা-ব্যবস্থাটাই আজ ধ্বসে পড়েছে। রাজ্যজোড়া সেই খণ্ডহর-এর উপর মসনদ আলো করে বসে আছেন 'উন্নততর' বামফ্রন্টের যোগ্যতম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পাশে 'স্পর্শকাতর' স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র।

মুর্শিদাবাদে যখন শিশুরা মরছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তখন কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালে বেসরকারি সি টি স্ক্যান মেসিন উদ্বোধন করতে গিয়েছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ, স্বাস্থ্য বাজেট ছাঁটাই, চুক্তিতে ডাক্তার-নার্স নিয়োগ, শূন্যপদ ফেলে রাখা, সর্বোপরি সর্বত্র শাসকদলের চূড়ান্ত দুর্নীতি ও দলবাজিতে ভেঙে পড়া সরকারি হাসপাতালগুলিতে আজও যে রোগী বাঁচে এটাই আশ্চর্য! আজও কিছু ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী মানবিক আবেদনে কাজ করেন বলে গোটা ব্যবস্থাটা খুঁড়িয়ে চলছে, যার বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব সরকারের নয়।

দীর্ঘকাল ধরে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থা যাদের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছিল, সেই হাউস স্টাফদের প্রায় সকলকেই রাজ্য সরকার বিদায় করে দিয়েছেন। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকদের পদ ফাঁকা। "ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না" এই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে, আসলে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ সরকার বন্ধ রেখেছে। অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা নির্বিচারে ছাঁটাই করেছে। চিকিৎসকদের সংগঠন, এমনকি সরকার-সমর্থক চিকিৎসক সংগঠনেরও প্রতিবাদ, আপত্তি, ক্ষোভ কোনকিছুই তাঁরা গ্রাহ্য করেননি। সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাই তাঁরা জরাজীর্ণ করেছেন। এখন বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোম মালিকদের স্বার্থে আরও দ্রুত সরকারি ব্যবস্থাটা তাঁরা ধ্বংস করছেন।

একদিন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থা গোটা দেশের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। কংগ্রেস শাসনের শেষদিকেই এর দ্রুত অবক্ষয় শুরু হয়। সি পি এম ২৬ বছরে তার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করেছে। শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে এবং বিনামূল্যে সুষ্ঠু সরকারি চিকিৎসার দাবিতে এস ইউ সি আই ২৪ ঘণ্টা মুর্শিদাবাদ বন্ধ ডেকেছে। কংগ্রেসও বন্ধ ডেকেছিল ১২ ঘণ্টার। কিন্তু ১৯ জুন মুখ্যমন্ত্রীর তাদের সাথে আলাদা একান্ত বৈঠকে আলোচনার পর তারা বন্ধ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এই ঘটনাকেও সংবাদপত্রে মুখ্যমন্ত্রীর যোগ্যতার নজির হিসাবে দেখানো হয়েছে, অথচ বাস্তবে এটা কংগ্রেসের জনবিরোধী চরিত্র এবং সি পি এম-কংগ্রেস সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সমঝোতার প্রতিফলন। কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সি পি এম যেমন রাজ্যের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ রাখে, তেমনি সি পি এমের সঙ্গে সমঝোতা করে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ রাখাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। না হলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রতিশ্রুতি চোরের বাড়ির ফলার, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। গদিতে বসে নিজের ভাবমূর্তি গড়তে তৃণমূলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এমনকি ভ্যান রিকশায় চড়ে নানা জায়গায় ডাকাতি বা খুনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের অকাতরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বুদ্ধদেববাবু। তার ক'টা তিনি রক্ষা করেছেন? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই বা ক'টা তাঁরা পূরণ করেছেন? কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্যতা যে নেই, তা কংগ্রেস নেতাদের অজানা নয়। আসলে জনস্বার্থ রক্ষার বা আন্দোলনের পার্টি কংগ্রেস নয়, তারা সংকীর্ণ স্বার্থে বাধ্য হলে আন্দোলনে নামে ঠিকই, তবে যত দ্রুত তা থেকে সরে যাওয়া যায় সেটাই তাদের লক্ষ্য।

বন্‌ধের বিরুদ্ধে অনিল বিশ্বাস বলেছেন — 'বন্‌ধ ডাকলে কি শিশুরা বাঁচবে?' তাঁর মতে সকলের উচিত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। উপদেশ বটে! কার সঙ্গে সহযোগিতা? যে সরকারের স্বাস্থ্যনীতি রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যে সরকার ক্রমাগত চার্জ বাড়িয়ে হাসপাতালগুলিকে নার্সিং হোমে পরিণত করছে এবং স্বাস্থ্যের মত অত্যাবশ্যক পরিষেবার বেসরকারীকরণ করছে, যে সরকারের চূড়ান্ত অবহেলায় এতগুলি শিশু মারা গেল, তার সঙ্গে সহযোগিতা? শিশুহত্যার প্রতিবাদে বন্‌ধ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক অনুভূতি, ব্যথা এবং সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রকাশ। জনগণের এই ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতেই মুর্শিদাবাদ গিয়েছেন বুদ্ধদেববাবু, কংগ্রেস নেতাদের তিনি পাশে পেয়েছেন। কিন্তু এস ইউ সি আই ভিন্ন জাতের দল। কোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ এ দলের নেই। জনস্বার্থ, গণআন্দোলন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংগ্রামী আদর্শ ছাড়া আর কারো কাছে তার আনুগত্য নেই। কাজেই আন্দোলনের পথেই এ দল আছে, থাকবে এবং জনগণকে জাগাবে।

ভ্রম সংশোধন

বামফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত ভাষাশিক্ষা নীতি এবং প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি শিক্ষা ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আন্দোলনে যে সমস্ত বরেণ্য শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশিষ্ট আইনজীবী দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত অন্যতম।

গণদাবীর ৫৫ বর্ষ ৪৪ সংখ্যায় এ বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধে এবং ফটোর ক্যাপশনে আমাদের অনবধানতা-জনিত ত্রুটির জন্য তাঁর নাম অনুল্লেখিত থাকায় আমরা গভীরভাবে দুঃখিত।

—সম্পাদক, গণদাবী

পূর্ব মেদিনীপুর

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, সিকিউরিটি চার্জবৃদ্ধি ও লোডশেডিং-এর প্রতিবাদে সফল মেচাদা বন্‌ধ

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, সিকিউরিটি চার্জবৃদ্ধি, ব্যাপক লোডশেডিং এবং পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই মেচাদা আঞ্চলিক কমিটি ১৬ জুন ১২ ঘণ্টার মেচাদা বন্‌ধের ডাক দেয়। এই বন্‌ধে হাট-বাজার-দোকান বন্ধ রেখে এলাকার মানুষ বন্‌ধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করেন। উপরোক্ত দাবিতে গত ১১ জুন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা মেচাদা বিদ্যুৎ অফিসের এস এস-কে ঘেরাও করায় তিনি লোডশেডিং না করার প্রতিশ্রুতি দেন। অথচ ১৪ জুন পুলিশ কয়েকজন বিদ্যুৎ গ্রাহককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা থানায় বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ ঐ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

দার্জিলিং

বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে বিক্ষোভ

বিফাই বস্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৬ জুন শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়রের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মেয়র বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে বোরো কমিটির সাথে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দেন। এর পূর্বে ঐ দাবিতে পাওয়ার হাউস আধিকারিকদের নিকট স্মারকলিপি পেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধিরোধ, অভিন্ন মাশুলনীতি চালু ও অ্যাডিশনাল সিকিউরিটির নোটিশ প্রত্যাহার করার দাবিও তোলা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সুজিৎকণ্ঠ নিয়োগী, মালতী দেবী, টারশিলা, পল্টু দাশ, জেমস, পতিত পাবন পাল এবং জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল।

মুর্শিদাবাদে কৃষক-খেতমজুর আন্দোলন

গ্রামবাংলার মধ্য-প্রান্তিক ও গরিব কৃষক আজ গভীর সঙ্কটের মুখে। সরকারি নীতির ফলে সার, বীজ, ডিজেল, কীটনাশকের দাম বাড়ছে। কিন্তু চাষি তার ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। খেতমজুররা কাজ ও ন্যায্য মজুরির অভাবে আজ পথের ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। বি পি এল কার্ড নিয়ে চলছে দলবাজি। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সরকার বিদ্যুতের দাম বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিরাট সংখ্যক মানুষের রেশন কার্ড নেই। হাসপাতালগুলো নার্সিং হোমে পরিণত হয়েছে, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বন্ধ। মানুষ বিষাক্ত আর্সেনিক জল পান করছে। প্রতিবছর বন্যা ও ভাঙনে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জেলায় কোন শিল্প কলকারখানা নেই। পরিবহনের ভাড়া বাড়ছে, নারী ও শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। সরকার গরিব মানুষের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, অথচ শিল্পপতিদের দরাজ হাতে সাহায্য বিতরণ করছে। ১৯৭৭ সালে জমির খাজনা মকুব ঘোষণা করে আজ ২৫ বছর পরে সরকার বলছে খাজনা সুদ সমেত পরিশোধ করতে হবে। এমতাবস্থায় কৃষি ও কৃষক স্বার্থবিরোধী সরকারের এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলার ৪১টি পঞ্চায়েত ও আর আই অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সংগঠন ঘোষণা করেছে আগামী ২৪-২৫ জুন সমস্ত ব্লকে বিক্ষোভ এবং ৩০ জুন জেলার সর্বত্র অবরোধ কর্মসূচী পালিত হবে।

শহিদ কমরেড মজিবর সেখ স্মরণে সভা

২০০২ সালের ১২ জুন মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণবডাঙা গ্রামে মালিক কর্তৃক আত্মসাৎ করা বিড়ি শ্রমিকদের পি এফ-এর টাকা ফেরতের দাবিতে আন্দোলনরত বিড়ি শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিতে বিড়ি শ্রমিক কমরেড মজিবর সেখ নিহত হন। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উদ্যোগে গত ১২ জুন শহিদ কমরেড মজিবর সেখের স্মরণে একটি সভা বৈষ্ণবডাঙা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাঁচ শতাধিক বিড়ি শ্রমিক সমবেত হন, সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড ব্রজমোহন দাস।

সভার শুরুতে স্থায়ীভাবে নির্মিত বেদীতে মাল্যদান করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মীগণ।

সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রফিকুল হাসান, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক ও বিশিষ্ট বিড়ি শ্রমিক নেতা কমরেড আবদুস সঈদ। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড কুনাল বিশ্বাস। বিড়ি শ্রমিকদের দাবি আদায়ে ও সকল প্রকার শোষণের অবসানে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৪৫ সংখ্যা ৮

২০ জুন কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ-এ ম্যাগনেট হাউসে বিল বয়কট

২০ জুন রাসবিহারী কাউন্টারে বিল বয়কটে গ্রাহকরা সোচ্চার

বিদ্যুৎ বিল বয়কট আন্দোলন

একের পাতার পর

এককথায় নৈতিকতায়, যুক্তিতে, অংশগ্রহণে, প্রতিরোধে এই বয়কট আন্দোলন ছিল অভূতপূর্ব। শিল্পপতি গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন সি ই এস সি'র স্বার্থরক্ষায় সিপিএম বহু জায়গায় পুলিশকে ডেকে এনে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করে, শিলিগুড়িতে ৭ জন এবং কৃষ্ণনগরে ৩ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আসানসোলেও সিপিএম-এর কর্মচারী সংগঠনের একাংশ পুলিশকে সাথে নিয়ে বয়কট আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করে। কিন্তু সর্বত্রই সাধারণ গ্রাহকরা এমনকি সিপিএম দলভুক্ত বহু গ্রাহকই নেতৃত্বের এই ভূমিকার বিরুদ্ধাচরণ করেই বয়কট করে যান এবং আন্দোলনে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। সি ই এস সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পকেট কাটার যে ষড়যন্ত্র করে চলেছে গ্রাহকরা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, এলাকায় এলাকায় গ্রাহক সমিতিগঠন করে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলার ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলনকে আরও চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে আগামী ১০ জুলাই রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্প ধর্মঘট এবং ১৯ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন।

২০ জুন বিল বয়কটে শুনশান তারাতলা কাউন্টার

২০ জুন সি ই এস সি'র মিশন রো কাউন্টারে বিল বয়কট চলছে

শিশুমৃত্যু ঃ রাজ্য সম্পাদকের বিবৃতি

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"স্বাস্থ্যদপ্তরের গাফিলতিতে মুর্শিদাবাদে প্রায় এক শত শিশুমৃত্যুতে যখন রাজ্যবাসী মর্মাহত, তখন 'এইরাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কম' — স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই দাবি অমানবিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন।

'শিশুরা ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেছে এবং এই রোগের ওষুধ নেই' — এই সাফাই শোকার্ত বাবা-মাদের কাছে এক নিষ্ঠুর সান্ত্বনাই হবে।

জনগণের বিক্ষোভকে চাপা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একমাস বাদে বহরমপুরে গিয়ে যে আশ্বাস দিয়ে এসেছেন, তারও পরিণতি যে কিছুদিন আগে বি সি রায় হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর পর তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মতই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, এটা নিশ্চিত।

আমরা রাজ্য সরকারের এই অমানবিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং দাবি করছি ঃ ১। যেহেতু রোগের কারণ সম্পর্কে পুনের ইন্সস্টিটিউটের সাথে কলকাতার ট্রপিকালের মতপার্থক্য আছে, তাই বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ এনে পরীক্ষা করানো হোক ; ২। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা হোক, যাতে আর এই শিশুমৃত্যুর পুনরাবৃত্তি না ঘটে ; ৩। কর্তব্যে অবহেলার জন্য দায়ীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।"

পুরুলিয়ায় জলসঙ্কটের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মহিলা বিক্ষোভ

প্রতি বছর গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খরাপীড়িত পুরুলিয়া জেলায় দেখা দেয় ভয়াবহ পানীয় জলের সঙ্কট। গ্রামে গ্রামে ওঠে হাহাকার। অথচ নদী এবং জোড়গুলিতে বাঁধ দিয়ে সারা বছরের বৃষ্টির জল ধরে রাখার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।

গত বছর সময়মত বৃষ্টি হয়নি, তাই চাষও হয়নি। এ বছরও সেই আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ। স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরেও এই করুণ দৃশ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

উপরোক্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান, অবিলম্বে পুরনা টিউবওয়েল সারানো, নতুন টিউবওয়েল খনন এবং গাড়ি করে গ্রামে গ্রামে জল পৌঁছে দেওয়ার দাবি নিয়ে পুরুলিয়া জেলা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্বে গত ১১ জুন শতাধিক মহিলা জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড সুনীতি ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কমরেড বন্দনা ভট্টাচার্য, হিমানী মণ্ডল, অনিতা মাহাতো এবং সুমিতা মুখার্জী ডি এমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জলসঙ্কটের মোকাবিলা করার দাবি জানান।

উপস্থিত মহিলাদের সামনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য।

পৌর নির্বাচনে পুলিশি সন্ত্রাস

গত ২২ জুন কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি শহরের পৌর নির্বাচনে ৮নং ওয়ার্ডে পুলিশ বিনা প্ররোচনায় ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড বাবলু মহম্মদ গুরুতরভাবে আহত হন।

ঘটনার সূত্রপাত বেলা বারোটা নাগাদ। হঠাৎই একদল র‍্যাফ এবং পুলিশ বুথের সামনে চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ শুরু করে। ঐ সময়ে আমাদের প্রার্থী নির্বাচনী পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও তাঁকে বেধড়ক লাঠিপেটা করা হয়। এতে বাবলু মহম্মদ আহত হন এবং তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে দলের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে অভিযোগ জানানো হয়। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা না হলে তাঁরা গণনা কার্য বয়কট করতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন এস ইউ সি আই নেতৃবৃন্দ।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net